সিডও সাধারণ সুপারিশমালা: নারীর প্রতি সহিংসতায় ন্যায় বিচারপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

CEDAW GENERAL RECOMMENDATIONS: SECURING JUSTICE FOR VIOLENCE AGAINST WOMEN

BLAST

UN WOMEN
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

This publication outlines state obligations under the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Optional Protocol to CEDAW, and their relevance for those in Bangladesh seeking to ensure access to justice for women. It sets out the functions of the CEDAW Committee, including making General Recommendations, and highlights General Recommendations 19 and 33, which relate to violence against women and access to justice respectively. It further sets out the procedure for the CEDAW Committee to receive reports and individual communications and to conduct inquiries. It explains how CEDAW applies in the Bangladesh context.

The publication sets out for the first time the translations in Bangla of the CEDAW Committee's General Recommendations 19 and 33 to increase their accessibility to readers in Bangladesh.

This booklet will be useful for women's rights organisations, lawyers, researchers and students, and for judges and government officials.

For Legal Aid Cell:

National Legal Aid Services Organization: 16430
National helpline for Preventing Violence against Women and Children: 109
Preventing Child Abuse Hotline: 1098
Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST): 01715220220

এই প্রকাশনাটি 'সিডও' এর অধীনে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের পাশাপাশি সিডও এর ঐচ্ছিক বিধিমালা এবং বাংলাদেশে নারীদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সিডও কমিটির কার্যক্রমের পাশাপাশি সিডও সাধারণ সুপারিশমালা, বিশেষত সাধারণ সুপারিশমালা ১৯ এবং ৩৩ -এ বর্ণিত সুপারিশগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্যতা বিষয়ক। সিডও কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ ও অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত পরিচালনার বিষয়টি নিয়েও তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এই প্রকাশনায় প্রথমবারের জন্য সিডও কমিটির সাধারণ সুপারিশমালা ১৯ এবং ৩৩ -এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

নারী অধিকার সংগঠন, আইনজীবী, গবেষক ও ছাত্রদের পাশাপাশি বিচারক এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য এই প্রকাশনাটি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

আইনি সহায়তার জন্য ফোন করুন:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা: ১৬৪৩০
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার: ১০৯
শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে হটলাইন: ১০৯৮
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট): ০১৭১৫২২০২২০

The Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) is a national legal services organization, established in 1993. It operates district offices and legal aid clinics in 21 districts, providing legal services from the frontlines of the justice system to the highest court. It conducts community legal rights awareness sessions, provides information, advice and referrals, and conducts mediation and litigation. BLAST undertakes public interest litigation as part of its advocacy for law, policy and institutional reform to ensure effective access to justice and legal protection of rights, in particular for marginalized and socially excluded communities.
For more information, please log on to: www.blast.org.bd

UN Women is the global champion for gender equality, working to develop and uphold standards and create an environment in which every woman and girl can exercise her human rights and live up to her full potential. It is a trusted partner for advocates and decision-makers from all walks of life, and a leader in the effort to achieve gender equality. UN Women, among other issues, works for the elimination of discrimination against women and girls; empowerment of women; and achievement of equality between women and men as partners and beneficiaries of development, humanitarian action and peace and security.
For more information, please log on to: www.unwomen.org/en

Edited by:	Sara Hossain
Introduction by:	Najrana Imaan
Designed by:	Shihab Ahmed Shirazee
Printed by:	Tithy Printing and Packaging 28/C-1 Toynbee Circular Road Motijheel C/A, Dhaka
Published by:	Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) 1/1 Pioneer Road | Kakrail | Dhaka 1000 | Bangladesh T +88 (02) 8391970-2, 8317185 | F +88 (02) 8391973 E mail@blast.org.bd | W www.blast.org.bd www.facebook.com/BLASTBangladesh

© Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) | UN Women, 2016

This publication may be freely reviewed, abstracted, reproduced and translated, in part or in whole, subject to acknowledgment of BLAST / UN Women, but may not be sold or used for commercial purposes. Any changes to the text must be approved by BLAST/UN Women. Acknowledgment must be given to BLAST/UN Women and to this publication.
Enquiries should be addressed to publication@blast.org.bd

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইনগত সহায়তা ও মানবাধিকার সংগঠন। ২১টি জেলা কার্যালয় ও আইনগত সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে আইনী অধিকার সচেতনতা সভা, আইনী তথ্য ও পরামর্শ প্রদান এবং মামলা ও সালিশ পরিচালনা করে। আইন, নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কার্যকর বিচারগম্যতা ও আইনগত অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা করে।
বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd.

ইউএন ওমেন নারী-পুরুষের সমতার জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত, যা প্রত্যেক নারী এবং মেয়ে শিশু তাদের মানবাধিকার ভোগ করতে পারবে এবং তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এ পরিবেশ যেন বজায় থাকে সে লক্ষ্যে কাজ করে। ইউএন ওমেন লিঙ্গ সমতা অর্জনের প্রচেষ্টার অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং যারা এ লক্ষ্যে কাজ করে তথা আইনজীবীদের এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকারকদের জন্য একটি বিশ্বস্ত সহযোগী। ইউএন ওমেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নারী ও মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ; নারীর ক্ষমতায়ন; এবং উন্নয়ন, মানবিক কর্ম এবং শান্তি আর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষদের সমান অংশীদারিত্ব অর্জন করতে কাজ করে।
বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.unwomen.org/en

সম্পাদনা:	সারা হেসেন
মুখবন্ধ:	নাজরানা ইমান
ডিজাইন:	শিহাব আহমেদ সিরাজী
মুদ্রণ:	তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৮/সি-১ টয়নবি সার্কুলার রোড মতিঝিল সি/এ, ঢাকা

প্রকাশনায়: বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১, পাইওনিয়ার রোড । কাকরাইল । ঢাকা ১০০০ । বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭০-২ । ৮৩১৭১৮৫ ।ফ্যাক্স: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd । ওয়েব: www.blast.org.bd
www.facebook.com/BLASTBangladesh

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) । ইউএন ওমেন, ২০১৬

ব্লাস্ট ও উএন ওমেন -এর স্বীকৃতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, সারসংক্ষেপ, পুনর্মুদ্রণ ও অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোনো পরিবর্তনে অবশ্যই ব্লাস্ট/ইডএন ওমেন এর অনুমোদন নিতে হবে। উক্ত প্রকাশনায় অবশ্যই ব্লাস্ট এবং ইউএন ওমেন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে।
যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

PREFACE

Bangladesh has taken great strides in enacting legislation to combat various forms of violence against women. However access to justice in such cases remains a challenge in practice. Women and girls who experience violence remain reluctant to report these incidents due to existing gender discrimination in procedures and practices, and discriminatory social norms and face challenges regarding investigation, prosecution and redress.

CEDAW General Recommendations 19 and 33 give comprehensive guidance on how violence against women and girls can be reduced and how the justice system can be made more accessible for women and girls who experience violence.

By translating these two General Recommendations into Bangla, we have tried to make this guidance more accessible to activists, lawyers, researchers and other women's rights practitioners as well as judges, magistrates and government officials. We hope that they will access these tools while formulating advocacy strategies and activities, or carrying out their duties.

We are grateful to Najrana Imaan for analysis of the CEDAW and for leading the task team, to Showvik Das Tomal and Nahid Sultana for the translation into Bangla, to Shireen Huq and Kamrun Nahar of Naripokkho for their help in reviewing the translation of GR 33, to Shihab Ahmed Shirazee, Advocate for designing this publication and Syeed Ahamed, CEO of IID for his work on the infographics, and to UNFPA for their support.

We hope that this resource will help civil society and legal practitioners to apply the CEDAW framework to increase women's access to justice and work to end all forms of violence against women.

Sara Hossain
Honorary Executive Director
BLAST

Christine Hunter
Country Representative
UN Women

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বেশ কিছু ভালো ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির বিষয়টি এখনো কঠিন। এখনো সহিংসতার শিকার নারী ও মেয়ে শিশুরা তাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতার বিষয়টিকে বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতি, ন্যায়বিচার লাভ তথা বিচার প্রক্রিয়ার বৈষম্যমূলক কার্যপ্রণালীর কারণে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসেন না।

নারী ও মেয়ে শিশুদের উপর সহিংসতার হার কিভাবে কমানো যায় এবং সহিংসতার শিকার নারী ও মেয়ে শিশুরা কিভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় আরো সহজভাবে আসতে পারে এবং বিচার চাইতে পারে- এ বিষয়ে সিডও সাধারণ সুপারিশমালা ১৯ এবং ৩৩ পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

সিডও এর এ দুটি সাধারণ সুপারিশমালা বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি এর বিষয়বস্তু সহজবোধ্যভাবে মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, গবেষক, নারী অধিকার কর্মী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরতে যেন তারা তাদের কর্মপরিকল্পনায় এসব সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

আমরা সিডও প্রক্রিয়ার উপর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের জন্য নাজরানা ইমান, অনুবাদের জন্য সৌভিক দাস তমাল ও নাহিদ সুলতানা এবং পর্যালোচনার জন্য নারীপক্ষের শিরিন হক এবং কামরুন্নাহার এর কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডিজাইনিং এর জন্য শিহাব আহমেদ সিরাজীকে এবং সাইদ আহমেদ, সিইও, আইআইডি কে ইনফোগ্রাফিক এর মাধ্যমে আমাদের সহযোগীতা করার জন্য। এই প্রকাশনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ব্লাস্ট, ইউএন ওমেন ও ইউএনএফপিএ -কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

আমরা আশা করছি যে, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ন্যায় বিচার লাভের অধিকারের প্রেক্ষিতে যারা নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এই প্রকাশনা তাদের সিডও কাঠামো সম্পর্কে বুঝতে সহায়ক হবে।

সারা হোসেন
অনরারী নির্বাহী পরিচালক
ব্লাস্ট

ক্রিস্টিন হান্টার
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ
ইউএনওমেন

CEDAW GENERAL RECOMMENDATIONS : SECURING JUSTICE FOR VIOLENCE AGAINST WOMEN

Introduction

This publication briefly explains the key provisions of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), its Optional Protocol, and their relevance for those in Bangladesh seeking to ensure access to justice for women.

The report first briefly states what CEDAW is, and how it was adopted. It then outlines the functions of the CEDAW Committee, including receiving regular reports from State Parties. It goes on to describe the system under the Optional Protocol, including the procedure for receiving individual communications and conducting inquiries. The report details the role of the CEDAW Committee in making General Recommendations, and highlights General Recommendations 19 and 33 which relate to violence against women and access to justice respectively. Finally, it explains how the CEDAW system applies in the Bangladesh context.

The publication sets out for the first time the translations in Bangla of the CEDAW Committee's General Recommendations 19 and 33 to increase their accessibility to readers in Bangladesh.

About CEDAW

CEDAW was adopted by the UN General Assembly on 19 December 1979, and came into force on 3 September 1981. CEDAW is a treaty that upholds the rights of women, recognising discrimination against women and the need for State action to address and eliminate these inequalities and discrimination.

সিডও সাধারণ সুপারিশমালা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ন্যায় বিচার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

সূচনা :

এই প্রকাশনাটিতে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত সনদ (সিডও) কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সিডও এর ঐচ্ছিক বিধিমালা এবং বাংলাদেশে নারীদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রকাশনাটি সিডও সনদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সিডও সনদটি কিভাবে গৃহীত হয়েছে - তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর সিডও কমিটির কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যরাষ্ট্র থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া, সিডও এর ঐচ্ছিক বিধিমালা, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সিডও কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের বা যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিডও সাধারণ সুপারিশমালা, বিশেষত সাধারণ সুপারিশমালা ১৯ এবং ৩৩ এ বর্ণিত সুপারিশগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ন্যায় বিচারপ্রাপ্যতা বিষয়ে আলোকপাত করে। সিডও কমিটিতে ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রক্রিয়া ও তদন্ত পরিচালনার বিষয়টিও এই প্রকাশনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে সিডও প্রক্রিয়া কিভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ হয় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে এতে।

বাংলাদেশের পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রথমবারের জন্য সিডও কমিটির সাধারণ সুপারিশমালা ১৯ থেকে ৩৩ এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে।

নারী অধিকার সংগঠন, আইনজীবী, গবেষক ও ছাত্রদের পাশাপাশি বিচারক এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য এটি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করছি।

সিডও :

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৭৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর সম্মেলনে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের সনদ (সিডও) গৃহীত হয় যা ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। সিডও এমন একটি সনদ যা নারী অধিকারকে সমর্থন জানিয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যের বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। এ সকল বৈষম্য ও অসমতা মোকাবেলা এবং নিরসনে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে।

About the CEDAW Committee

The CEDAW Committee is a body at the United Nations, comprised of independent experts, that monitors compliance by State parties of the provisions contained within the convention. State parties are required to submit regular reports to the Committee on steps taken to give effect to these provisions. The CEDAW Committee from time to time makes General Recommendations in response to these reports, in order to provide guidance on how to best ensure implementation of CEDAW provisions at the national level. The CEDAW Committee also receives complaints from individuals or groups alleging violations of their rights under CEDAW by the States in certain circumstances. The Committee can also make inquiries in situations where it receives reliable information showing that rights under CEDAW are being systematically violated by a State party.

About Reporting to the CEDAW Committee

State Parties are required to submit reports to the CEDAW Committee. On ratifying or acceding to the convention, each State Party is required to submit an initial report within a year of the convention coming into force in the state. The initial report should detail the legislative, judicial and other measures taken to ensure CEDAW provisions are implemented within that State. Subsequently the State must submit periodic reports, usually at least every four years, or whenever the Committee requests a report. The Committee makes concluding observations on each report, and the State Party should address concerns raised in the Committee's concluding observations in the following reporting period. During the sessions where country reports are submitted, there is scope for the Committee to enter into a constructive dialogue with the State in order to directly discuss how to address areas of concern.

NGOs are also able to participate in the CEDAW process by submitting alternative or shadow reports to the Committee prior to or at the session.

About CEDAW's Optional Protocol

The Optional Protocol sets up a system whereby the CEDAW Committee is able to receive and consider complaints from individuals or groups within its jurisdiction or to undertake inquiries.

সিডও কমিটি :

সিডও কমিটি জাতিসংঘের একদল নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত সংগঠন যা রাষ্ট্রপক্ষ গুলো সিডও সনদের নীতিমালা প্রতিপালন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে। রাষ্ট্রপক্ষ সিডও নীতিমালা অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সিডও কমিটিকে প্রদান করবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিডও সনদের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিডও কমিটি সেই প্রতিবেদন গুলোর উপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সিডও কমিটি রাষ্ট্র দ্বারা নারীদের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দলগত অভিযোগ পত্র গ্রহণ করতে পারে। সিডও কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের ক্রমাগত অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলে সেই ভিত্তিতে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

সিডও কমিটিতে রিপোর্ট প্রদান :

রাষ্ট্রপক্ষকে সিডও কমিটির কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। সিডও সনদ অনুমোদন করার পর প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে এক বছরের মধ্যে সিডও কমিটিকে একটি **প্রাথমিক প্রতিবেদন** প্রদান করতে হয়। সিডও বিধান বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র যে সকল আইনগত, বিচারগত ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উক্ত প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর কমপক্ষে চার বছর পর পর অথবা কমিটির অনুরোধে যে কোনো সময় **প্রতিবেদন** জমা দিতে হবে। এরপর সিডও কমিটি সেই প্রতিবেদনের উপর চূড়ান্ত মন্তব্য প্রদান করে এবং সদস্য রাষ্ট্র সেই বিষয়গুলোকে পরবর্তী প্রতিবেদনের সময়ে গুরুত্বারোপ করবে। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে, যখন প্রতিবেদনটি জমা দেয়া হয় তখন সিডও কমিটি চাইলে সদস্য রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি **আলোচনায়** বসতে পারে।

সদস্য রাষ্ট্র ছাড়াও বেসরকারী সংস্থা সিডও কমিটির অধিবেশনের পূর্বে অথবা চলাকালীন সময়ে তাদের কাছে **ছায়া প্রতিবেদন** জমা দিতে পারে।

সিডও এর ঐচ্ছিক বিধিমালা :

ঐচ্ছিক বিধিমালা একটা পদ্ধতি প্রণয়ন করে যার আলোকে সিডও কমিটির আওতার মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ অভিযোগ গ্রহণ বা প্রয়োজনীয় তদন্ত করতে পারবে।

Communications:[1]

Individuals or groups may submit communications directly to the CEDAW Committee alleging violation of their rights under CEDAW by a State which is a party to the Optional Protocol. Issues that have come before the Committee by way of communications so far have included lack of adequate protection by the State for women who have experienced domestic violence; stereotypes that impact on women's ability to access fair and just trials; and the lack of laws regarding access to therapeutic abortion, among others.

On consideration of the communication, the Committee then adopts views on the case, and makes recommendations on the remedies that the State party should provide. Recommendations have been made by the Committee in the past on issues including: measures to prevent continuing violations against a victim; victim's restitution, compensation and rehabilitation; reform of laws and policies that are in violation of the convention, among others.

On receiving the Committee's views, State parties must, within six months, submit a written response detailing any action taken.

Inquiries:[2]

The CEDAW Committee may initiate an inquiry procedure where it receives reliable information showing that rights under CEDAW are being systematically violated by a State party. The State party is invited to submit observations to participate in the inquiry process. The Committee may then designate one or more of its members to conduct an inquiry and produce a report. The findings, after examination by the Committee, are sent to the State party with comments and recommendations. The State party has six months in which to submit observations on these findings.

---

[1] Accessed from the website of the Office of the Human Rights Commissioner FAQs on Treaty Body Complaints procedures: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#procedureOPCEDAW

[2] Accessed from the website of the Office of the Human Rights Commissioner Inquiry Procedure page: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/InquiryProcedure.aspx

যোগযোগ :[১]

ঐচ্ছিক বিধিমালার সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা সিডও-তে বর্ণিত অধিকার গুলো লঙ্ঘিত হলে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সিডও কমিটির কাছে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। ইতোমধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে যেসব বিষয় কমিটির কাছে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীর প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক না নেয়া; সামাজিক সংস্কারের কারণে কোনো নারীর ন্যায় বিচার লাভে বাধা প্রাপ্ত হওয়া; এবং সুচিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভনাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনের অভাব, ইত্যাদি।

যোগাযোগের বিষয়গুলো বিবেচনার পর সিডও কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের করণীয় মর্মে মতামত প্রদান করে একটি সুপারিশমালা তৈরি করে। পূর্বে কমিটি যেসব বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে- ক্ষতিগ্রস্তদের ক্রমাগত অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের পদক্ষেপ; সহিংসতার শিকার নারীকে উদ্ধার; ক্ষতিপূরণ ও মানসম্মত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; সিডও সনদের সাথে সাংর্ঘষিক আইন ও নীতিমালার সংশোধন।

সিডও কমিটির সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন লিখিতভাবে পাঠাতে হবে।

তদন্ত :[২]

রাষ্ট্রপক্ষের নিয়মিত সিডও অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সিডও কমিটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পেলে সেই ভিত্তিতে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। তদন্ত প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্তব্য দাখিলের আহবান জানানো হয়। এরপর সিডও কমিটি এক বা একাধিক সদস্যকে তদন্ত প্রক্রিয়া পরিচালনা ও প্রতিবেদন তৈরীর জন্য মনোনীত করতে পারে। তদন্তে উদঘাটিত বিষয়সমূহ সিডও কমিটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য ও পরামর্শসহ রাষ্ট্রপক্ষের কাছে প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রপক্ষ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রতিবেদনের উপর তার মন্তব্য প্রদান করবে।

---

[১] ১৩ (ক) অনুচ্ছেদ মতে নারীদের পারিবারিক অধিকার প্রাপ্তিতে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে নারী বৈষম্য দূরীকরণ প্রয়োজন। বিস্তারিত দেখুন: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#procedureOPCEDAW

[২] বিস্তারিত দেখুন: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/InquiryProcedure.aspx

About General Recommendations of the CEDAW Committee

The CEDAW Committee makes General Recommendations on issues which have emerged as areas of particular concern during its consideration of State parties' reports. These act as practical guidelines on how State parties can fulfil their obligations under the Convention. They give additional details regarding interpretation of CEDAW provisions, and issues that State parties need to include in their periodic reports to the Committee.

So far the CEDAW Committee has adopted 34 General Recommendations, on issues including violence against women, equal pay for equal work, women with disabilities, equality in marriage and family life, women migrant workers, and women's access to justice, among others.

GR 19 – Violence Against Women

This GR addresses the issue of violence against women, interpreting it as a form of gender discrimination within the meaning of CEDAW. It covers issues touched on under Articles 1 (definition of discrimination against women), 2 (elimination of all forms of discrimination against women), 3 (enjoyment of human rights and fundamental freedoms of the basis of equality with men), 5 (elimination of prejudices and discriminatory customs and practices), 6 (trafficking in women and exploitation of prostitution of women), 10 (equal rights in the field of education), 11 (elimination of discrimination in the field of employment), 12 (elimination of discrimination in the field of health care), 14 (elimination of discrimination against rural women) and 16 (elimination of discrimination in matters relating to marriage and family relations) of CEDAW. It requires State parties to take all appropriate measures to end gender-based violence, whether perpetrated by the State or private actors. This includes ensuring that laws against gender-based violence provide adequate protection for women, and making available necessary protection and support services for victims of violence.

GR 33 – Access to Justice

This GR aims to guarantee a substantive right to access to justice for all

সিডও কমিটির সাধারণ সুপারিশমালা :

রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিবেদন বিবেচনার সময়ে সকল উদ্বিগ্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সিডও কমিটি সাধারণ সুপারিশমালা তৈরী করে। রাষ্ট্রপক্ষ সনদের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি কার্যকরী দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে সিডও বিধানের ব্যাখ্যা ও সে সকল বিষয় যা রাষ্ট্রপক্ষের সাময়িক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বিবরণ দিয়ে থাকে।

এই পর্যন্ত সিডও কমিটি - নারীর প্রতি সহিংসতা; একই কাজের জন্য সম-মজুরী; প্রতিবন্ধিতার শিকার নারী; বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনে সমতা; অভিবাসী নারী কর্মী; নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহ **৩৪ টি সাধারণ সুপারিশ** গ্রহণ করে।

সাধারণ সুপারিশ নং ১৯ - নারীর প্রতি সহিংসতা:

সাধারণ সুপারিশ নং ১৯ নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক, যা সিডও এর ব্যাখা অনুযায়ী জেন্ডার বৈষম্যের অন্যতম রূপ। এই সুপারিশে সিডও এর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ সমূহ আলোচিত হয়েছে: অনুচ্ছেদ ১ (নারী বৈষম্যের সংজ্ঞা); অনুচ্ছেদ ২ (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণ); অনুচ্ছেদ ৩ (পুরুষের সাথে সমঅধিকারের ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করা); অনুচ্ছেদ ৫ (পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক প্রথার প্রয়োগ বর্জন করা); অনুচ্ছেদ ৬ (নারী পাচার এবং গণিকাবৃত্তিতে বাধ্যকরণ); অনুচ্ছেদ ১০ (শিক্ষা ক্ষেত্রে সমঅধিকার); অনুচ্ছেদ ১১, (চাকুরীতে নিয়োগ বৈষম্য দূরীকরণ); অনুচ্ছেদ ১২ (স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তিতে বৈষম্য দূরীকরণ); অনুচ্ছেদ ১৪ (গ্রামীন মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ); অনুচ্ছেদ ১৬ (বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ আলোচিত হয়েছে। এই সনদ রাষ্ট্র বা ব্যক্তির মাধ্যমে কোন প্রকার জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা রোধ করতে রাষ্ট্রকে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে যেমন- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনের বিধান নিশ্চিত করা, নারীর পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সহিংসতার শিকার নারীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সাহায্য সেবা সহজপ্রাপ্য করা।

সাধারণ সুপারিশ নং ৩৩ - ন্যায় বিচার লাভের অধিকার

এই সাধারণ সুপারিশের লক্ষ্য হচ্ছে সকল নারীদের জন্য বিচার প্রাপ্তির বাস্তব ভিত্তিক অধিকার নিশ্চিত করা।

women. It highlights six dimensions necessary to ensure full access to justice for women:

- **justiciability**
- **availability**
- **accessibility**
- **good quality**
- **accountability of justice systems, and**
- **provision of remedies for victims.**

It requires that laws and policies allow for **access to the justice system**, and that necessary **infrastructure and systems** (including accessible police stations, courts and related personnel) are in place throughout the country to enable this. It requires removing barriers to access to justice (including economic barriers), especially for particularly disadvantaged communities including rural women and women with disabilities.

Justice related processes need to be **efficient, competent, independent and impartial** to ensure **quality**, providing **timely and appropriate remedies** and **gender sensitive** at all stages.

Intersection of GR 19 and GR 33

To effectively address violence against women, States must take all necessary steps to ensure that women enjoy unimpeded access to justice. Where a woman's rights are violated, the State must ensure that she has an **adequate remedy** available.

GR 33 recognises that discrimination against women, including through gender-based violence, can adversely impact women's ability to access the justice system on an equal footing with men. Ensuring accessibility to the justice system in cases of violence against women includes the provision of **a supportive environment for women to be able to report crimes** committed against them, and **freely navigate the criminal justice system.**

The CEDAW Committee's recommendations under GRs 19 and 33, when taken together, provide a comprehensive guideline on addressing violence

নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিতের জন্য নিম্নলিখিত ৬(ছয়) টি বিষয় উল্লেখিত হয়:

- **বিচারযোগ্য**
- **সহজপ্রাপ্য**
- **প্রবেশগম্যতা**
- **মানসম্পন্ন**
- **বিচার ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা এবং**
- **ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের প্রতিকারের বিধান।**

এর জন্য প্রয়োজন এমন আইন ও নীতি যা **ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত** করবে। পাশাপাশি সারা দেশে এ সংক্রান্ত **অবকাঠামোগত** উন্নয়ন যেমন- পুলিশ স্টেশন, আদালত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে যেন সহজে পৌছানো যায় এমন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। তাছাড়া আরো, ন্যায় বিচার লাভে বিভিন্ন প্রতিকন্ধকতা (যেমন- অর্থনৈতিক বাধা, প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিষেবার অভাব) বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীতার শিকার নারীর ক্ষেত্রে, দূর করা প্রয়োজন।

বিচার প্রক্রিয়ার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় মান বজায় রেখে **জেন্ডার সংবেদনশীল** বিষয়সমূহের **সময়মত ও উপযুক্ত প্রতিকার** নিশ্চিতের জন্য বিচার সংক্রান্ত প্রক্রিয়াসমূহ **দক্ষ, যোগ্য, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ** হওয়া প্রয়োজন।

১৯ এবং ৩৩ নং অনুচ্ছেদের সম্মিলন :

নারীর প্রতি সহিংসতার যথার্থ মোকাবেলার জন্য তাদের নির্বিঘ্ন বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নারী অধিকার লঙ্ঘনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, তার বঞ্চনার **পর্যাপ্ত প্রতিকার** সহজপ্রাপ্য।

৩৩ নং সাধারণ সুপারিশে নারী বৈষ্যম্যের বিষয় উল্লেখ আছে, যার মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং যা পুরুষের সাথে সমান তালে নারীদের বিচার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে বিচার প্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিতের জন্য **একটি সহযোগী পরিবেশের** ব্যবস্থা করা যেন নারীরা তাদের সাথে সংঘটিত অপরাধের **অভিযোগ দায়ের করতে পারে** এবং **স্বাধীনভাবে ফৌজদারী বিচার যেন পরিচালিত** হয়।

সিডও কমিটির সাধারণ সুপারিশমালা ১৯ এবং ৩৩ সম্মিলিতভাবে বিবেচিত হলে সেটা নারীর

against women effectively, detailing the **steps** that need to be taken to ensure that women are protected from such violence, and to ensure that an **adequate and effective system of redress is available to survivors.**

About Bangladesh and CEDAW

Bangladesh ratified CEDAW on 6 November 1984. It made four reservations respectively to Articles 2, 13(a), 16(1)(c) and (f), implying that Bangladesh did not accept these four articles as binding upon itself. Reservations were made in the following terms:

"The Government of the People's Republic of Bangladesh does not consider as binding upon itself the provisions of articles 2, 13 (a) and 16 (1) (c) and (f) as they conflict with Sharia law based on Holy Quran and Sunna."

Subsequently, on 23 June 1997 Bangladesh withdrew two of these reservations to Articles 13(a) and 16(1)(f).[3] Currently Bangladesh retains reservations on Article 2 and 16(1)(c) of CEDAW.

- Article 2 requires State parties to condemn all forms of discrimination against women, and to take steps to eliminate such discrimination.

- Article 16(1)(c) deals with equality of men and women in matters relating to marriage and family relations, particularly with regard to rights and responsibilities during marriage and its dissolution.

Women's rights groups and lawyers have consistently criticized the retention of these reservations and have called for their withdrawal.

Bangladesh has been submitting regular **reports** to the CEDAW Committee since the first periodic report in 1986.[4] Most recently it

[3] Article 13(a) requires State parties to eliminate discrimination against women with regard to the right to family benefits; Article 16(1)(f) requires State parties to eliminate discrimination with regard to family matters including guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children.

[4] Bangladesh's First Periodic Report can be found at http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f42%2f38&Lang=en

প্রতি সহিংসতার মোকাবেলায় কার্যকরীভাবে একটি বিস্তৃত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়া বেঁচে যাওয়া নারীদের **পর্যাপ্ত ও কার্যকরী প্রতিবিধানের প্রক্রিয়া সহজলভ্যের নিশ্চিত করা** হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং সিডও :

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডওকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয়। বাংলাদেশে সিডও এর যথাক্রমে ২, ১৩ (ক), ১৬(১)(গ) এবং (চ) অনুচ্ছেদ চারটিতে সংরক্ষণ রাখা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে এই চারটি অনুচ্ছেদ বাংলাদেশে প্রয়োগ হবে না। সংরক্ষণ নিম্নবর্ণিত কারণে করা হয়েছিল:

> *"পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শরীয়া আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সিডও এর যথাক্রমে ২, ১৩ (ক), ১৬(১) (গ) এবং (চ) অনুচ্ছেদ চারটি বাধ্যকর নয় মর্মে গ্রহণ করেনি।"*

পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন সিডও এর ১৩(ক) এবং ১৬(১)(চ)[৩] এর উপর থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২ ও ১৬(১) (গ) অনুচ্ছেদ দুটোর সংরক্ষণ বলবৎ আছে।

- ২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নারীর প্রতি বৈষম্যের সকল ক্ষেত্র রাষ্ট্র নিন্দা জানাবে এবং এরুপ বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- ১৬ (১) (গ) অনুচ্ছেদ বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষের সমতা এবং বিশেষভাবে বিবাহ এবং বিচ্ছেদের সময় অধিকার ও কর্তব্যর বিষয় বিবেচনা করে।

নারী অধিকার সমিতি এবং আইনজীবীগণ সঙ্গত কারণেই এই বিধিনিষেধের সংরক্ষণের সমালোচনা করে আসছে এবং নিষেধাজ্ঞা সংরক্ষণ প্রত্যাহারের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ সিডও কমিটির কাছে ১৯৮৬[৪] সালের প্রথম সাময়িক প্রতিবেদনের সময় থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান করে আসছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সিডও

---

[৩] অনুচ্ছেদ ১৩(ক) অনুযায়ী, পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা বৈষম্য বিলোপ করা প্রযোজন; অনুচ্ছেদ ১৬ (১) (চ) অনুযায়ী, পারিবারিক ক্ষেত্রে বিশেষকরে অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধান এবং দত্তক নেয়া বিষয়ে বৈষম্য বিলোপ করা প্রযোজন।

[৪] বাংলাদেশ সিডও কমিটির কাছে ১৯৮৬ সালের প্রথম পিরিয়ডিক প্রতিবেদন দেখুন: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f42%2f38&Lang=en

submitted its Eighth Periodic Report on 1 February 2015.[5] A strong network of women's rights groups has been advocating for implementation of CEDAW provisions in domestic legislation, and a CEDAW Forum was formed and launched in 1992.

In October 2007, a coalition titled **Citizens' Initiatives on CEDAW, Bangladesh**, formed with over 38 non-government organizations, initiated the process of writing an **alternative report** in anticipation of the State report due in early 2009. The alternative report reflected on developments, gains and remaining gaps over the last 10 years. This formed the basis of the 6th and 7th combined alternative report sent to the UNCEDAW Committee in July 2010. Since then, civil society has been actively engaged in meeting its obligations, either in the form of preparing and submitting the shadow/alternative reports or in monitoring the status of implementations of concluding observations. The latest shadow report[6] (8th shadow report) was submitted to the CEDAW committee in September 2016 by the same coalition of civil society organizations.

Bangladesh signed and ratified the Optional Protocol to CEDAW in 2000, with a declaration that it would not undertake obligations under Articles 8 and 9 of the Optional Protocol.

Bangladesh's declaration to Articles 8 and 9 of the Optional Protocol to CEDAW means that Bangladesh does not agree to be subject to the inquiry procedure which would allow the CEDAW Committee to conduct investigations on alleged grave or systemic violations by the state party of rights protected under CEDAW. So far no **communications** have been made to the CEDAW Committee from Bangladesh.

To date, **incorporating legislation** has been passed in the form of the Domestic Violence Prevention and Protection Act 2010, which expressly refers to CEDAW in its Preamble. While the treaty is not referenced in other recent legislation, it has informed the provisions of among others the

[5] Bangladesh's Eighth Periodic Report can be found at http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBGD%2f8&Lang=en; the CEDAW Committee's concluding observations on this report are available at http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBGD%2fCO%2f8&Lang=en

[6] This report is available at http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BGD/INT_CEDAW_NGO_BGD_25377_E.pdf

কমিটির কাছে অষ্টম সাময়িক প্রতিবেদন প্রদান করেছে। নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক দেশীয় আইনে সিডও বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে আসছে এবং ১৯৯২ সালে একটি সিডও ফোরাম গঠন ও চালু করা হয়।

অক্টোবর ২০০৭ সালে ৩৮টি এনজিও নিয়ে **"সিটিজেনস্ ইনিশিয়েটিভস্ অন সিডও, বাংলাদেশ"** নামক একটি জোট গঠিত হয় যা ২০০৯ থেকে সরকারী প্রতিবেদনের **বিকল্প প্রতিবেদন** প্রদান করে আসছে। বিকল্প প্রতিবেদন গুলোতে গত ১০ বছরে এ খাতের উন্নতি, অর্জন এবং অবশিষ্ঠ বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটেছে। এর উপর ভিত্তি করেই জুলাই ২০১০ সালে ইউএন সিডও কমিটিতে ৬ এবং ৭ নম্বর বিকল্প প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এরপর থেকে একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ সিডও-এর উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সম্পূরক বা ছায়া প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে বা সিডও কমিটির চূড়ান্ত মন্তব্য কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছে। অতি সম্প্রতি সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে উক্ত সুশীল সমাজ জোট অষ্টম সম্পূরক বা ছায়া প্রতিবেদন প্রদান করেছে।

২০০০ সালে বাংলাদেশ সিডও এর ঐচ্ছিক বিধিমালা স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে এবং ৮ ও ৯ নং অনুচ্ছেদ গ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ সিডও এর ঐচ্ছিক বিধিমালার অনুচ্ছেদ নং ৮ ও ৯ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংরক্ষণমূলক অবস্থান ধরে রেখেছে। তার অর্থ দাঁড়ায় যে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সিডও দ্বারা স্বীকৃত অধিকার গুলোর নিয়মতান্ত্রিক ও গভীর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিডও কমিটিকে তদন্ত বা অনুসন্ধানের অনুমতি প্রদান করে না। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সিডও কমিটিতে যোগাযোগ করা হয়নি।

এখন পর্যন্ত পাশ হওয়া আইন গুলোর মাঝে একমাত্র পারিবারিক সাহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর প্রস্তাবনায় সিডও-এর উল্লেখ আছে। যদিও এই সনদের সাম্প্রতিক অন্য কোনো আইনে উল্লেখ নেই তবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয়

---

[৫] বাংলাদেশ সিডও কমিটির কাছে অষ্টম পিরিয়ডিক প্রতিবেদন দেখুন: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBGD%2f8&Lang=en; the CEDAW Committee's concluding observations on this report are available at http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBGD%2fCO%2f8&Lang=en

[৬] বিস্তারিত দেখুন: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BGD/INT_CEDAW_NGO_BGD_25377_E.pdf

National Women's Development Policy, the National Action Plan on Violence against Women, as well as the Overseas Migrant Work Policy 2016.

References to CEDAW have been used in the Supreme Court in the context of **public interest litigation (PIL) and in individual cases** seeking protection of fundamental rights to equality and non-discrimination. For example, CEDAW was cited in a case relating to the issue of choice in marriage.[7] GR 33 was recently cited in a PIL focused on discriminatory treatment of a rape complainant.[8] In several cases – on eliminating 'fatwa violence', recognizing sexual harassment at the workplace as a form of discrimination and providing a response, on directives to prevent and punish stalking[9] - the Supreme Court also cited GR 19.

How to Use this Publication

a. As content for training on CEDAW, and on the rights of violence survivors as well the duties of government officials, in particular justice system actors (law enforcement agencies, prosecutors, judges, social welfare officers).

b. For research and advocacy, to assess the existing legal and institutional framework and its efficiency and effectiveness in dealing with violence against women.

c. To strengthen current advocacy and public awareness on violence against women, and inform the content of guidelines and training on gender sensitization for justice system actors addressing violence against women.

d. To assess the practices and procedures before the Family Courts and the Nari O Shishu Nirjaton Daman Tribunals.

e. To inform the content of guidelines and training on gender sensitization for justice system actors addressing violence against women.

---

[7] *Dr. Shipra Chowdhury and another v. Md Joynal Abedin* 29 BLD (2009) (HCD) 183 [Forced marraige/choice in marriage]

[8] *Naripokkho and Others vs Bangladesh and Others* [Gang Rape of a Garo woman on a moving microbus] Writ Petition No. 5541 0f 2015

[9] *Mohammad Tayeeb & Another v Bangladesh & Others*, [Imposition of Extra Judicial Penalties through Fatwa Case] Writ Petition No. 5897 of 2000; *BLAST and Others v Bangladesh* 63 DLR HCD (2011) 1 [Imposition of extra judicial penalties through fatwa]; *BNWLA v Bangladesh* 14 BLC 2009 694 [Sexual harassment in the workplace and educational institutions]; *BNWLA v Bangladesh* 31 BLD 324 [Stalking and sexual harassment in public places].

কর্মপরিকল্পনা এবং প্রবাসে অবস্থানরত অভিবাসী শ্রমিক নীতিমালা ২০১৬ এর বিধানাবলীতে এ সনদটি প্রভাব ফেলেছে।

সুপ্রীম কোর্টের জনস্বার্থ মামলা এবং মৌলিক অধিকার (তথা বৈষম্যহীনতা বা সমঅধিকার) সংক্রান্ত ব্যক্তি পর্যায়ের মামলা গুলোর ক্ষেত্রে সিডও এর উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহে ইচ্ছা বা অভিমত বিষয়ক একটি মামলায় সিডও-এর উল্লেখ করা হয়েছিল। ন্যায় বিচার লাভের অধিকার - সাধারণ সুপারিশ নং ৩৩, ধর্ষণের মামলার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ বিষয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলায় উল্লেখ করা হয়। আন্যান্য মামলা যেমন - ফতোয়া সংক্রান্ত সহিংসতা প্রতিরোধের মামলায়, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিকে স্বীকৃতি দেয়া এবং সে বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রদান করা - সুপ্রীম কোর্ট সাধারণ সুপারিশ নং ১৯-এর উল্লেখ করেন।

এই প্রকাশনার ব্যবহার

(ক) সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের অধিকার, সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সমূহ, বিশেষভাবে বিচার ব্যবস্থায় কর্মরত ব্যক্তিগণ (আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারী আইনজীবী, বিচারক, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা)- দের জন্য সিডও বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর বিষয়বস্তু হিসেবে;

(খ) নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কার্যকারিতা ও কার্যক্ষমতা যাচাই এর জন্য করা কোনো গবেষণা বা এডভোকেসি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে;

(গ) নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক বিদ্যমান এডভোকেসি কার্যক্রম ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে বিচার ব্যবস্থায় কর্মরত ব্যক্তিগণের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে;

(ঘ) পারিবারিক আদালত এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির মূল্যায়ন করতে;

(ঙ) নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলায় আইনজীবীদের আদালতে পেশ করার ক্ষেত্রে।

---

[৭] Dr. Shipra Chowdhury and another v. Md Joynal Abedin 29 BLD (2009) (HCD) 183 [জোরপূর্বক বিবাহ/ বিবাহে ইচ্ছা বা অভিমত বিষয়ক]

[৮] Naripokkho and Others vs Bangladesh and Others [চলন্ত মাইক্রোবাসে গারো মহিলার গণধর্ষণ] Writ Petition No. 5541 0f 2015

[৯] Mohammad Tayeeb & Another v Bangladesh & Others, [Imposition of Extra Judicial Penalties through Fatwa Case] Writ Petition No. 5897 of 2000; BLAST v Bangladesh 63 DLR HCD (2011) 1 [ফতোয়ার মাধ্যমে বিচারবর্হিভূত শাস্তি প্রদান]; BNWLA v Bangladesh 14 BLC 2009 694 [কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি]; BNWLA v Bangladesh 31 BLD 324 [জনসমক্ষে যৌন হয়রানি]